ধারাবাহিক

মুন্নারে মসলিন রহস্য

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা ঃ পর্যটকদের নিয়ে গাড়ি ছুটছে হাইওয়ে ধরে। রিপন সেন উদ্বিগ্ন বাসের মধ্যে বসার ব্যবস্থা নিয়ে। কেউ কেউ আবার কারও কারও সঙ্গে বসতে নারাজ। দেখার জিনিস অনেক। পথের পাশে বড় বড় ঝোপ। তার মধ্যে তিল ফুলের মতো নীল রংয়ের ফুল। নাম নীলাকুরুঞ্জি। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো নীলগিরি থর দৌড়ে পালালো লোকজন দেখে। দেখা দিল লক্কম ফলস। কিন্তু এদিকে গাড়ির মধ্যে থমথমে পরিবেশ। কারও মুখে হাসি নেই। ভীষণ রেগে রয়েছেন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পাকড়াশি। ওদিকে ভুরু কুঁচকে মিস্টার তলাপাত্র আর মিসেস তলাপাত্র মুখ বুজে বসেছেন বাসের ভিতর। পাকড়াশিরা রিপনকে বলেছেন তাঁরা তলাপাত্রদের কাছাকাছি বসতে রাজি নন।

(১৯)

মোমো রায়, মানে যাঁরা প্রকৃত নাম মদনমোহন রায়, পঞ্চাশ পেরিয়েও যিনি এখনও বেশ হ্যান্ডসাম, প্রথম থেকেই তাঁকে বেশ অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে গার্গীর। প্রথমে নানা ধরনের ম্যাজিক দেখিয়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন পর্যটকদের কাছে। এখন শুনছে তাঁর আর একটা পরিচয় তিনি থট রিডিং জানেন। কিংবা মাইন্ড গেম!

লুনা বিষয়টি জানার পর থেকে ক্রমাগত বলে চলেছে, মা, মাইন্ড গেম মানে কী?

ওপাশ থেকে সোনালিচাঁপা বলল, বিষয়টা খুব ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে।

লুনা ভুরু কোঁচকায়, বলে, কেন? ভয়াবহ কেন?

–ধর, তোর সঙ্গে উনি কথা বলছেন, এটা–ওটা প্রশ্ন করছেন, তার মধ্যে উনি পড়তে থাকবেন তুই মনে মনে কী ভাবছিস!

লুনা হেসে ফেলে বলল, তাই আবার হয় নাকি?

–উনি তো তাই বলছেন! সেটাই তো সমস্যার! আমি মনে মনে কী ভাবছি তা যদি কেউ জেনে ফেলে তা হলে কী মুশকিল বল?

–খুব মুশকিল! লুনা মুখ প্যাঁচাপানা করে!

কী ভেবে আবার বলল, ডেঞ্জারাস লোক! এ রকম লোকের সঙ্গে মেশাই যাবে না। সুছন্দাদি যে কী করে ওঁর সঙ্গে মিশছেন, ঘুরছেন তা সুছন্দাদিই জানেন!

আবার একটু পরে লুনা বলল, তবে আমার মনে হয় না এটা পসিবল্!

গার্গী শুনছিল দু'জনের সংলাপ, এবার বলল, তবে মানুষটা ইন্টারেস্টিং সন্দেহ নেই।

লুনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কী করেন উনি?

গার্গী বলল, রিপন সেন সেদিন বলল, কনসালট্যান্ট।

–কীসের কনসালট্যান্ট?

–রিপন সেন তা জানে না। কিন্তু দেখলাম বেশ রেসপেক্ট করে।

–হুঁ। গার্গীর কয়েকদিন ধরে ইচ্ছে করছে মোমো রায়ের বিষয়ে আর একটু জানতে।

রিপন সেন তখন সবাইকে তাগাদা দিয়ে গাড়িতে ওঠাচ্ছে। চলুন, চলুন, এখানে একের পর এক ফল্‌স। কারিমুটি ফলস, তার একটু পরে ইকো শপ। তারপর চিল্ড্রেনস পার্ক।

চিল্ড্রেনস পার্কে সময় কাটাতে পারে একমাত্র লুনা, কিন্তু সে মুখ বাঁকিয়ে বলল, আমি শিশু নাকি?

শিশু না হয়েও বড়রাও ঘুরে ঘারে দেখতে লাগলেন ছোটদের পার্কে একশো মজার কাণ্ড। হঠাৎ কোনও সুযোগ হলে সব বড়রাই কিছুক্ষণের জন্য শিশু হয়ে যায়। সবুজ ঘাসের উপর কেউ কেউ পা ছড়িয়ে বসলেন। পার্কের প্রান্তে মোমো রায় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণির দিকে তাকিয়ে। কী যেন খুঁজছেন।

গার্গী এরকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল, পায়ে–পায়ে গিয়ে দাঁড়াল মোমো রায়ের পাশে। হাসি–হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল, কী দেখছেন অত তন্ময় হয়ে?

মোমো রায় হঠাৎ গার্গীকে প্রশ্ন করতে দেখে সামান্য হতচকিত, এ ক'দিনের মধ্যে গার্গীর সঙ্গে সামান্য হাসি–বিনিময় ছাড়া তেমন কথাবার্তা হয়নি। বললেন টি এস এলিয়টের তিনটে লাইন মনে পড়ছে –

টাইম প্রেজেন্ট অ্যান্ড দি টাইম পাস্ট
আর বোথ পারহ্যাপস প্রেজেন্ট ইন টাইম ফিউচার
অ্যান্ড টাইম ফিউচার কনটেইন্ড ইন টাইম পাস্ট।

গার্গী খুবই বিস্মিত হল মোমো রায়ের মুখে এলিয়টের কবিতা শুনে। আরও বিস্ময় পঙক্তি ক'টির অর্থ বুঝে। বর্তমান সময়ই হোক, অতীত সময়ই হোক, দু'টোই থাকে ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে। আর ভবিষ্যৎ সময়ও নিহিত থাকে অতীত সময়ের মধ্যে।

খুবই অর্থবহ লাইনগুলো।

কবিতা থেকে গদ্যে আসতে চাইল গার্গী, বলল, কিছু যদি মনে না করেন, শুনলাম আপনি নাকি মাইন্ড গেম প্রয়োগ করে অন্যের মনে কী আছে তা জানতে পারেন।

মোমো রায় খুব একটা বিস্মিত না হয়ে বললেন, কে বলল আপনাকে?

– যেই বলে থাকুক, এটা নিশ্চয় এমন কিছু গোপনীয়তা নয় যা কেউ বলে ফেললে খুব একটা অপরাধ হবে!

মোমো রায় মুচকি হেসে বললেন, বুঝেছি কে বলেছে। তবে এরকম একটা কুখ্যাতি আমার আছে।

–কুখ্যাতি কেন। এটা তো একটা রেয়ার কোয়ালিটি!

–রেয়ার কোয়ালিটি হলেও খুব সমস্যা তৈরি করতে পারে।

–তা পারে। কিন্তু এ রকমটা যে হতে পারে তা বিশ্বাস করতে সময় লাগে। একটা উদাহরণ দেবেন?

মোমো রায় হাসলেন, কীরকম উদাহরণ চান?

–এই যে, একটি বিশেষ মুহূর্তে আমি কী ভাবছি তা আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনি বলে দেবেন।

–ও, পরের মুহূর্তে মোমো রায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সিনেমা দেখেন?

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, খুব কম।

–খুব সম্প্রতি একটি ফিল্ম রিলিজ হয়েছে, 'দি অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার'। দেখেছেন?

–না।

–আপনি কি জানেন কাকে নিয়ে এই ছবিটা করা হয়েছে?

–হ্যাঁ। মনমোহন সিং।

–ভারতীয় রাজনীতিতে আরও একজন প্রধানমন্ত্রীর নাম আপনার মনে আসতে পারে যাঁর সম্পর্কে এই ছবিটার নাম আরও বেশি করে প্রযোজ্য।

বিষয়টা ভাবতে গার্গীর খুব একটা দেরি হল না, বলল, রাজীব গান্ধি।

–একজ্যাক্টলি। রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাই সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। একটা গুলির আগে ও পরে। এক সেকেন্ড আগে তিনিও নন, সমগ্র ভারতবাসীও জানত না যে, একটামাত্র গুলির পরের মুহূর্তে বিমানের একজন পাইলটের নাম বিবেচিত হবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।

গার্গী হেসে বলল, ঠিকই বলেছেন।

–কিন্তু ভবিতব্য এরকমই যে, তাঁরও পরিণতি হল একই রকম। তাঁকেও নিহত হতে হল সর্বসমক্ষে।

–যথার্থ। ভাবা যায় যাঁর একটুও অভিজ্ঞতা ছিল না রাজনীতি বিষয়ে, তিনিই হলেন এত বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী।

মোমো রায় হেসে বললেন, দি অ্যাকচুয়াল অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার। একটা গুলির এদিক–ওদিক, তাই না!

গার্গী লক্ষ করছিল মদনমোহন রায় এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করলেন যা এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কেনই বা করলেন!

পরের মুহূর্তে মোমো রায় পকেট থেকে একটা ছোট প্যাড আর পেন বার করে বললেন, ম্যাম, আপনি এই প্যাডের পাতায় আপনার ইচ্ছেমতো যে কোনও একটা সালের নাম লিখুন।